ভোরের কাগজ

সিলেটের লাইব্রেরিগুলোতে বিনামূল্যের পাঠ্যবই বিক্রি

সরবরাহের ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগে খুলনা জেলা প্রশাসক কার্যালয় ঘেরাও

বাপ্পা গোষ চৌধুরী, সিলেট থেকে : সিলেটের প্রায় সবগুলো লাইব্রেরিতে নোট এবং গাইড বইয়ের পাশাপাশি অবাধে প্রাথমিক শ্রেণীর সরকারি বই বিক্রি হচ্ছে। কতিপয় দুর্নীতিবাজ শিক্ষক ও প্রকাশকের যোগসাজশে এসব বই লাইব্রেরিতে এসেছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বই বিতরণ তেমনভাবে শুরু না হওয়ায় অভিভাবক মহল চড়ামূল্যে এসব বই কিনতে বাধ্য হচ্ছেন।

গত মঙ্গলবার শহরের পুরোনো লেনস্থ সমবায় ভবন, জিন্দাবাজারের বিপনী বিতান মার্কেট এবং রাজ্যম্যানশনের বিভিন্ন লাইব্রেরিতে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে প্রায় সবগুলো বইয়ের গত দোকানেই গত বছরের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যবইয়ের মজুদ রয়েছে। প্রথম থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতি বই ২০ টাকা এবং তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর প্রতি বই ২৫ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। বিক্রির ব্যাপারে কোনোরকমের গোপনীয়তা বজায় রাখা হচ্ছে না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন ব্যবসায়ী জানান, সিলেটের কতিপয় শিক্ষক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় বিনামূল্যে বিতরণের জন্য এসব বই বিতরণ না করে লাইব্রেরিতে বিক্রি করে দেয়। দুর্নীতিবাজ এ সকল শিক্ষক, শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তাদের সহায়তায় বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশি দেখিয়ে অতিরিক্ত বই শিক্ষা অফিস থেকে আদায় করে পরিবর্তী সময়ে তা লাইব্রেরিগুলোতে সরবরাহ করেন। ব্যবসায়ীরা আরো জানান, ঢাকার কিছু প্রকাশকের সঙ্গে তাদের সুসম্পর্ক রয়েছে। নির্দিষ্ট সংখ্যার বই ছাপানোর অনুমতি নিয়ে অতিরিক্ত বই ছাপিয়ে তারা সিলেটে সরবরাহ করে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ক'জন শিক্ষকের সঙ্গে কথা বললে তারা এর সত্যতা স্বীকার করেন। তবে বিভিন্ন থানার শিক্ষক সমিতির প্রধানগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক না থাকলে এসব বই বিক্রি করা কঠিন হয়ে পড়ে বলে জানান। শহরের তোপখানা নিবাসী হেলাল উদ্দিন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ুয়া তার মেয়ের জন্য পাঠ্যবই কিনতে বাধ্য হয়েছেন বলে জানালেন। বিদ্যালয়ে পুরোদমে ক্লাস শুরু হয়ে যাওয়ায় অভিভাবকমহল চড়ামূল্যে এসব বই ক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছেন বলে তিনি এ প্রতিবেদককে একটি বইয়ের দোকানে বসে জানান।

এদিকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, সিলেট জেলায় প্রায় ৪ লাখ শিক্ষার্থীর জন্য ১১ লাখ ৭০ হাজার নতুন বই প্রয়োজন। সরকারি বিধি অনুসারে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নতুন বই দিতে হয়। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ ব্যবহার উপযোগী পুরোনো বই দেওয়ার নিয়ম। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের কাছে গতবারের অব্যবহৃত ৩ লাখ নতুন বই ছিল। এগুলো বিতরণ করা হয়েছে জেলার সদর ও গোলাপগঞ্জ থানায়।

শিক্ষকদের সরকারি বই বিক্রির সঙ্গে জড়িত থাকার বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে পাওয়া যায়নি। তিনি জেলা প্রশাসকের কক্ষে প্রাথমিক শিক্ষকের মৌখিক পরীক্ষা নেওয়ার কাজে ব্যস্ত রয়েছেন, অফিসের অন্য কেউ এ প্রসঙ্গে কিছু বলতে রাজি হন।

খুলনা জেলা প্রশাসক অফিস ঘেরাও, স্মারকলিপি

খুলনা সংবাদদাতা জানান, অবিলম্বে ভুল মুদ্রণ ও নিম্নমানের পুস্তক প্রদান ও সরবরাহের ক্ষেত্রে দুর্নীতির জন্য পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাসহ বেক্সিমকো প্রকাশনীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, আগামী ৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে চাহিদা অনুযায়ী বই সরবরাহ করার দাবিতে গত মঙ্গলবার বেলা ১১টায় কয়েকটি স্কুলের ছাত্ররা মিছিলসহকারে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘেরাও করে স্মারকলিপি পেশ করেছে।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের উদ্যোগে কয়েকটি স্কুলের দেড় শতাধিক ছাত্র পাঠ্যপুস্তকের সংকট নিরসনসহ ৪ দফা দাবিতে স্কুল ইউনিফর্ম পরে বিক্ষোভ মিছিল বের করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘেরাও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাইফুল আলম, আশানুর রহমান খোকন, আনোয়ার হোসেন প্রমুখ। বক্তারা আগামী ৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে চাহিদা অনুযায়ী বই সরবরাহ না করা হলে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে ছাত্রছাত্রীরা অবস্থান ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হবে।

এদিকে চলতি বছরে খুলনা জেলার নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বইয়ের চাহিদা রয়েছে ৭ লাখ ২৭ হাজার। এই চাহিদা শিক্ষার্থীদের ৭০ শতাংশের মধ্যে বিতরণ করা হবে। বাকি ৩০ শতাংশ পুরোনো বই দিয়ে পূরণ করা হবে বলে সরকারি সিদ্ধান্ত রয়েছে। এ পর্যন্ত বই এসেছে ৭২ হাজার ২৬টি। আর গত বছরের থাকা ২ লাখ বই দিয়ে মহানগরী, ফুলতলা, ডুমুরিয়া ও পাইকগাছা উপজেলার ৭০ শতাংশ চাহিদা পূরণ করা হয়েছে।

এদিকে রূপসা, দিঘলিয়া, তেরখাদা, বটিয়াঘাটা, দাকোপ ও কয়রা উপজেলায় এখন পর্যন্ত একখানা বইও পৌঁছায়নি। ফলে জেলার ছয়টি উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে এখনো লেখাপড়া শুরু হয়নি। প্রতিবছর জানুয়ারি মাসে শিক্ষা সপ্তাহ ও পক্ষ পালিত হলেও এবার কোন মাসে হবে তা বলা যাচ্ছে না।